

Date: 03-01-2023 (Page:13)

## BRRI develops apps to quick identify rice plant disease

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) has developed rice solution apps for the first time to identify different rice plant diseases and its quick recovery through sending picture of the affected plants on mobile apps from the spot.

Agriculture Minister Dr M Abdur Razzaque inaugurated the rice solution mobile apps technology while attending at the six-day annual research review

workshop held at the BRRI recently.

"The country's 10-18 per cent rice output becomes wastage every year due to various reasons including different pest attack," the minister said, adding that the apps will work as an important tool for providing information on area-wise rice pests and extreme disease outbreak along with carry out research programmes by the scientists

as per need basis.

The apps will automatically provide advisory suggestions to the farmers after assessing the problem received as input through the apps and then as a result, the farmers will get their solution instantly staying in the field by saving their time, expenditure and travel cost.

With the supervision of BRRI's ICT cell, the researcher and farmer

friendly dynamic mobile apps has been developed with the assistance of One ICT Software Company under mobile game and application skilled development (second amendment) project run by the ICT division.

State Minister for Planning Dr Shamsul Alam and BRRI Director General Dr M Shahjahan Kabir, among others, attended the function. —BSS



Agriculture Minister Dr M Abdur Razzaque (sitting middle) attends inauguration of the six-day annual research review workshop at the BRRI recently.

তারিখ: ০৩-০১-২০২৩ (পৃ: ১৬,১১)

# শতাধিক জাতের ধান আবাদ চাল মাত্র সাত ধরনের

## কুষ্টিয়ার মোকামে প্রতারণা

ধানের নামে  
চাল নেই

আইন না থাকায় মিল মালিকরা  
ঠকাচ্ছেন ভোক্তাকে

কাল্পনিক  
নামে চাল

### ■ সাজ্জাদ রানা, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ার খাজানগর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম। দেশে চালের চাহিদার বড় অংশ এই মোকাম থেকে সরবরাহ হয়। মোকামে সারাবছর সাত ধরনের চাল বণ্টাজাত করে বাজারে ছাড়েন মিল মালিকরা। অথচ কুষ্টিয়া অঞ্চলের ৪৩ ধরনসহ সারাদেশে ধান আবাদ হচ্ছে শতাধিক জাতের। কুষ্টিয়া ছাড়াও এই মোকামে সাতক্ষীরা, যশোর, বিনাইদহ, রংপুর, নওগাঁ, দিনাজপুর থেকেও ধান আসে। তা থেকে মিল মালিকরা চাল তৈরি করে বিক্রি করেন।

খাজানগর মোকামে বণ্টাজাত হয় বাসমতী, মিনিকেট, স্পেশাল মিনিকেট, আটাশ, স্পেশাল আটাশ, কাজললতা ও গুটি স্বর্ণা চাল। এসব চাল কোন জাতের ধান থেকে তৈরি, তা গোপন রাখেন মিল মালিকরা। এভাবে তাঁরা প্রতারণা করছেন। কম দামে ধান কিনে আটাশ, কাজললতা ও মিনিকেটের লোগো ব্যবহার করে অনেক বেশি দামে চাল বিক্রি করছেন তাঁরা।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ে একটি জরিপ হয়। জরিপের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। সেখানে ‘মিনিকেট’ নাম দিয়ে কীভাবে মিল মালিকরা

প্রতারণা করছেন, তা তুলে ধরা হয়।

কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া অঞ্চলে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে মোটা ধান আবাদ হয় ১ লাখ ৫২ হাজার হেক্টরের বেশি জমিতে। এর মধ্যে চিকন ধানের আবাদ হয় ২৩ শতাংশ জমিতে। চিকন ধানের মধ্যে আছে বিআর ২৬, ব্রি ধান ৩৯, ব্রি ধান ৫০, ব্রি ধান ৬০, ব্রি ধান ৬৩, ব্রি ধান ৭১, ব্রি ধান ৮১, ব্রি ধান ৮৬, ব্রি ধান ৮৮, ব্রি ধান ১০০, বিনা ধান ১৭ এবং বিনা ধান ১৯। এসব ধানের চাল বাজারে মিনিকেট, নাজিরশাইল, বাসমতী ও সুপার মিনিকেট নামে বিক্রি করেন মিল মালিকরা।

কৃষি বিভাগ, বিএডিসি, বীজ ব্যবসায়ী ও মিল মালিকরা জানান, ব্রি ধান ৫৮, ২৮, ২৯, ৭, ৩৯, ১৭, ২০, ২২, ৮৭, ৫০, ৮১ ও ১০০, ১৭, ৬৩, ৭৫ ও ১৯ জাতের ধান চিকন ও সরু। এসব ধান থেকেই চাল তৈরি করে ‘মিনিকেট’ নামে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এর মধ্যে ৫০ জাতের

পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

## শতাধিক জাতের ধান

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ব্রি ধানকে ‘বাসমতি’ বলে বিক্রি করা হচ্ছে। আর ব্রি ধান ৬৩ জিঙ্ক সমৃদ্ধ। পাশাপাশি ব্রি ধান ৩৩, ১৬, ৫১, ৫২, ১০, ১১, ২২ ও ২৩ জাতের ধান মোটা।

অন্যদিকে ব্রি ধান ৮৫, ৫৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৬২, ৮০, ৭১, ৮৬ ও ৮৮ জাতের ধান মাঝারি। এর মধ্যে চিকন বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি ধানও আছে। এ ছাড়া ব্রি ধান ৩৪ জাতকে ‘বাদশা ভোগ’ বলে বিক্রি করা হয়, যা পোলাওর চাল হিসেবে প্রচলিত।

খাদ্য অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, ৫১ ও ৯৩ জাতের ধান থেকে ‘কাজললতা’ চাল তৈরি করছেন মিল মালিকরা। তাঁরা মিনিকেটের বস্তায় ২৮ চাল মিশিয়ে বিক্রি করেন। ‘স্পেশাল বা সুপার ২৮’ নামে বা বিক্রি হচ্ছে, তা মাঝারি মানের ধান থেকে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা।

চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও একটি অটো রাইস মিলের মালিক জয়নাল আবেদিন ধানের জাত ও চালের নামের প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, ধানের সব জাত সম্বন্ধে তার জানা নেই। কম দামে ধান কিনে চাল তৈরি করে মিশিয়ে বিক্রির ফলে বেশি লাভ করছেন তাঁরা।

বিএডিসির উপপরিচালক (বীজ) আব্দুর রহমান বলেন, কুষ্টিয়ায় তাঁরা ৪০ ধরনের বেশি জাতের ধান বিক্রির জন্য ডিলারদের সরবরাহ করে থাকেন। মিল মালিকরা তা থেকে ‘কাল্পনিক’ নাম দিয়ে মাত্র সাত ধরনের চাল তৈরি করেন।

জেলা খাদ্য কর্মকর্তা সুবীর নাথ চৌধুরী বলেন, মিল মালিকরা জেনেও নেই প্রতারণা করছেন। আইন না থাকায় তাঁরা পার পেয়ে যাচ্ছেন। সরকার নতুন আইন করতে যাচ্ছে। আইনটি হলে ধানের জাতের নামে চাল বিক্রি করতে হবে।



## ব্রিগ গবেষণা ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফায় বাড়ছে চালের দাম

### স্টাফ রিপোর্টার

আমন ধানের বাম্পার ফলনের পরও অস্থির চালের বাজার। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে চালের দাম। সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েও চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। দেশে এখন চালের দেশে এখন চালের কোনো সংকট নেই। আগামী জুন পর্যন্ত সংকটের কোনো আশঙ্কাও নেই। বরং এবার ৪২ লাখ টন চাল উদ্ধৃত থাকবে। তারপরও চালের দাম কেন বাড়ছে? এর কারণ জানতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মাঠপর্যায়ে এক গবেষণা চালিয়েছে। তাতে দেখা যায় চালকল মালিক ও খুচরা বিক্রেতাদের অতিরিক্ত মুনাফার কারণেই বাড়ছে চালের দাম। সম্প্রতি ব্রি এ গবেষণা প্রতিবেদনটি এক অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চালকলের মালিকেরা কেজিতে ৮-১৪ টাকা লাভ করছেন। কৃষকের উৎপাদন খরচও কিছুটা বেড়েছে। পাশাপাশি ধানের দামও বেড়েছে। এ ছাড়া কিছু মিলার ও ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, করপোরেট গ্রুপগুলো চালের বাজারে ঢুকে তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এর ফলেও বাজারে বিক্রয় প্রভাব পড়ছে।

পৃঃ ১১ কঃ ৪

## ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছর আমনের উৎপাদন সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ১ কোটি ৬৩ লাখ টনে পৌঁছে যাবে। বোরো ২ কোটি ৪ লাখ টন ও আউশ ৩০ লাখ টন ধরে মোট উৎপাদন হবে ৩ কোটি ৯৭ লাখ টন। দৈনিক জনপ্রতি ৪০৫ গ্রাম করে চালের ভোগ হিসাব করলে ১৭ কোটি মানুষের জন্য বছরে চালের প্রয়োজন হবে ২ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার টন। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ও প্রাণিখাদ্য (নন-হিউম্যান) হিসেবে ১ কোটি ৩ লাখ ৭০ হাজার টন ব্যবহৃত হবে। সুতরাং এরপর উদ্ধৃত থাকবে ৪২ লাখ টন।

অকালবন্যা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিতে এ বছর বোরো ও আউশ উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে। এ অবস্থায় আমনের উৎপাদন বাড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই চলতি মৌসুমে কৃষি মন্ত্রণালয় আমন চাষে ৫৯ লাখ হেক্টর জমিতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৬১ লাখ টন নির্ধারণ করা হয়। তবে আমনের বাম্পার ফলে এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।